কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১৩ এপ্রিল, ২০১৭ ০০:২৭

পরীক্ষার আগেই রেস্টুরেন্টে বসে প্রশ্নপত্রের সমাধান

দুই বছরের জেল কোডা শিক্ষকের

পরীক্ষা শুরুর আগে রেস্টুরেন্টে বসে প্রশ্নপত্র সমাধানের সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থীকে। আটক কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভের (কোডা) সহকারী অধ্যাপক (উদ্ভিদ) সিফাত জেসমিন নূরকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। আর তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসানকে দেওয়া হয় এক মাসের জেল। পরে তাদের মোহাম্মদপুর থানায় পাঠানো হয়। গতকাল বুধবার এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর আধাঘণ্টা আগে রাজধানীর লালমাটিয়ার কুটুমবাড়ি রেস্টুরেন্টে এ ঘটনা ঘটে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, কোডা, তেজগাঁওসহ আরো কয়েকটি কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল রাজধানীর লালমাটিয়া মহিলা কলেজে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল ওই কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন ফাঁস করা হয়। গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রুহী রহমান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তারেক বিন আজিজ ও ম্যাজিস্ট্রেট মো. তোফাজ্জল হোসেন কুটুমবাড়ি রেস্টুরেন্টে যান। তাঁরা ঢুকতেই হুড়মুড় করে ২০ থেকে ২৫ শিক্ষার্থী পালিয়ে যায়। তবে শিক্ষক সিফাত জেসমিন ও শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান ধরা পড়ে। তারা মোবাইল ফোনে পাওয়া প্রশ্নের সমাধান করছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট মো. তোফাজ্জল হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ কেন্দ্রের সামনে কুটুমবাড়ি রেস্তোরাঁয় পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল বেশ কিছু শিক্ষার্থী। সেখানে সাদা পোশাকে

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও ছিলেন। তখন মোবাইল ফোনের ফেসবুকে প্রশ্নের সমাধান করার সময় ধরা পড়ে সিফাত জেসমিন নূর ও মেহেদী হাসান নামের দুজন। পরে তাদের জেরা করে মেহেদী হাসানের মোবাইল ফোন থেকে ‘আর কে রাহাত’ নামের এক আইডি পাওয়া যায়। সেখান থেকে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি বের হয়ে আসে। পরে তাদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (উচ্চ মাধ্যমিক) অদ্বৈত কুমার রায় কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘ভ্রাম্যমাণ আদালত একজন শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন সমাধানের সময় হাতেনাতে আটক করে কারাদণ্ড দিয়েছেন। এই ঘটনায় পরীক্ষাকেন্দ্র এবং কোডা কলেজের আরো কেউ জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশ্ন ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছি। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’

আমাদের পটুয়াখালী প্রতিনিধি জানান, এইচএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র সরবরাহের অভিযোগে দুই কলেজ শিক্ষককে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় পরীক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (কেন্দ্রসচিব) পদ থেকে একজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার পটুয়াখালী শহরের হাজী আক্কেল আলী কলেজ ও বাউফল ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

সকালে হাজী আক্কেল আলী কলেজ কেন্দ্রে এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা) পরীক্ষার সময় কক্ষ পরিদর্শক শফিকুল ইসলাম কেন্দ্রের হল সুপার মো. খলিলুর রহমানের সহায়তায় উত্তরপত্র সংগ্রহের জন্য পারভীন আক্তারের বাসায় যান। খবর পেয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অনুপ দাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শফিকুলকে উত্তরপত্রসহ আটক করেন। এ ঘটনায় খলিলুর রহমান ও শফিকুল ইসলামকে দুই বছর করে বিনা শ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি শফিকুলকে আরো ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এদিকে বাউফল ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে আলিম পরীক্ষা পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় ওই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাওলানা মো. নজিবুল হককে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামান এ অব্যাহতির পাশাপাশি উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার কে এম সোহেল রানাকে ওই দায়িত্ব দেন।

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com